আ'লা হযরতের তরজমা-ই-ক্বোরআন
'কান্‌যুল ঈমান' শ্রেষ্ঠ কেন?

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی حَبِیْبِهِ الْکَرِیْمِ

ক্বোরআন করীম আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব ও মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পয়গাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মহান গ্রন্থের সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর প্রসার ও প্রচারে নিজের সারাটা বরকতময় জীবন ব্যয় করেন। এর প্রত্যেকটা কানূন বা বিধান অনুসারে নিজেও কাজ করেন, অপরকেও তদনুযায়ী কাজ করার কঠোরভাবে তাকীদ দেন। বারংবার আপন মুবারক ও সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাণীসমূহে এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঐ শোভাসমৃদ্ধ প্রচেষ্টাদির ভিত্তিতে ক্বোরআন করীমকে প্রতিটি মুসলমান স্বীয় প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসেন। ওলামা কেরাম এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের অধিকাংশই ব্যয় করেন।

ক্বোরআন করীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, সেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাভাষী মুসলমানই সেটার অনুবাদ আপন আপন ভাষায় করেছেন। এ কারণে সারা দুনিয়ায় ক্বোরআনের অনুবাদের সংখ্যা অগণিত। এ অনুবাদসমূহের প্রাচুর্য এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আজতক ক্বোরআন করীমের কোন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ 'অনুবাদ' অস্তিত্বে আসা সম্ভবপর হয়নি। আক্বা-ই-দু'জাহান, সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (আমার মাতাপিতা তাঁরই পাক চরণে ক্বোরবান হোন!)-এর এই ফরমান মুবারক– وَلَا یَخْلُقُ عَنْ کَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا یَنْقَضِیْ عَجَائِبُهٗ (অর্থাৎ না এর রহস্যাবলী নিঃশেষ হবে, না তা অধিক পাঠ-পর্যালোচনা ও বারংবার আবৃত্তির কারণে পুরাতন হবে,) কতই ব্যাপক মাহাত্ম্যবোধক! বস্তুতঃ এ মহান বাণী এরই প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, ক্বোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ দুনিয়া স্থির থাকা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে ক্বোরআন করীমের অনুবাদের অধিকাংশই উর্দু ভাষায় করা হয়েছে। এসব অনুবাদের অগ্রণী হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেবের খান্দান। এর পরও অনুবাদ হতে থাকে। সুতরাং এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো সম্পূর্ণ ছিলো না। বিশেষ করে, শাহ আবদুল ক্বাদেরের 'অনুবাদ' মাহাত্ম্যানুধাবনে একেবারেই অপূর্ণ। মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর 'অনুবাদ' বুঝার জন্য কিছুটা অনুকূলে ছিলো, কিন্তু তাতে এ ত্রুটি ছিলো যে, অনুবাদ নিছক ভাসাভাসাভাবে করে দেয়া হয়েছে। কতিপয় বিষয়, যেগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, সেগুলোকে তাতে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে এক শব্দ এক স্থানে যে অর্থ প্রদান করেছে অন্যস্থানেও থানভী সাহেবের অনুবাদে তা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ তা সেখানে প্রযোজ্য ছিলোনা। কারণ, ক্বোরআন করীমের বর্ণনাভঙ্গীতে এক বিশেষ নিয়ম আছে, যা অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায়না। এর উপমা-উপমিতি, অলংকারিক ইঙ্গিত ও তুলনাসমূহের ধরণ পৃথিবীর সমস্ত ভাষারই ব্যতিক্রম।

উপরোল্লেখিত বিবরণ এ প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, ক্বোরআন করীমের অন্য কোন ভাষায় যথাযথ অনুবাদ হতে পারে কিনা! এ প্রশ্নটার জবাব অতি সহজ– ক্বোরআন করীমের যথাযথ হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায়ই সম্ভবপর নয়। এমনকি, যদি আরবী ভাষারই সমার্থক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, তবুও মাহাত্ম্য বহু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। আর ক্বোরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্যই তাতে অনুপস্থিত থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে ইব্‌নে ক্বোতায়বার অভিমত হচ্ছে– "ক্বোরআন যেই বর্ণনাভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে সেই বর্ণনাভঙ্গীর উদাহরণ সেটা নিজেই।" এ কারণে কোন অনুবাদকই ক্বোরআন করীমের হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় যথাযথভাবে করতে পারেনা। যেভাবে অনুবাদকগণ 'ইঞ্জীল শরীফ'-এর অনুবাদ 'সুরিয়ানী ভাষা থেকে 'হাবশী' ও 'রুমী' ইত্যাদি ভাষায় করে নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে 'যাবূর' ও 'তাওরীত' এবং অন্যান্য খোদাঈ কিতাবাদির অনুবাদও আরবী ভাষায় করে নেয়া হয়েছিলো। কারণ, অনারবীয় (عجمی) ভাষাগুলোর রূপকের (مجاز) ঐ প্রশস্থতা নেই, যা আরবী ভাষায় রয়েছে। এ কারণে ক্বোরআন করীমের যথাযথ অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় করে নেয়াও কঠিনতম কাজ। ক্বোরআন করীম থেকেই এর কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, যা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হবে যে, ক্বোরআন করীমের অনুবাদ করা কতই কঠিন ব্যাপার।

প্রথম আয়াতঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَیْهِمْ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخَآئِنِیْنَ (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৫৮)

বস্তুতঃ এখানে এমন প্রতিশব্দাবলী আনা সম্ভবপর নয়, যেগুলো ঐসব শব্দের বিশুদ্ধতম অনুবাদ হয় এবং ঐসব প্রতিশব্দে অনুরূপ মাধুর্যও পাওয়া যায়।

www.sunnibarta.com

দ্বিতীয় আয়াতঃ

(সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ১১) فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝

যদি ক্বোরআনের এ বাণীকে যথাযথ প্রতিশব্দাবলীর আকারে উচ্চারণ করতে চান, তবে তা তো সম্ভবপর হবেনা। তবে এর অর্থটা অবশ্যই জানা যেতে পারে মাত্র।

সুতরাং এ থেকে একথাই সুস্পষ্ট হলো যে, ক্বোরআন করীমের অনুবাদ যথাযথভাবে করা যেতে পারে না। তাহলে কি এ কথাই বলে দেয়া যথেষ্ট যে, "ক্বোরআন করীমের যথাযথ অনুবাদ করা যেহেতু সম্ভবপর নয় সেহেতু, তা ত্যাগ করো!" কখনো নয়; বরং ক্বোরআনের অনুবাদও করা যাবে, আর ব্যাখ্যা-তাফসীরও করা যাবে। হাঁ, এ চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে যেন 'তরজমা' ও 'তাফসীর' (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) বিশুদ্ধ হয়।

কিন্তু উক্ত অনুবাদকগণ যে বিশেষ বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন, তা হচ্ছে– তাঁরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ওয়াসাল্লামকে (ফিদাহু আবী ওয়া উম্মী) যেখানে ক্বোরআনে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে ঐ আদব বা শালীনতা বজায় রাখেননি, যা হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে শোভা পায়; বরং তাঁদের অনুবাদে এক প্রকার ব্যাধিই থেকে গেছে বলা যায়। সে কারণে উক্ত সব তরজমা দেখে আল্লাহ্‌র রসূলের প্রেমিক ও আশেকগণের অন্তরে দুঃখ পান। তাছাড়া, এসব অনুবাদে কোন কোন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যাত যুল জালালি ওয়াল ইক্‌রাম-এর জন্যও এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র মহান মর্যাদায় মোটেই শোভা পায়না; বরং তাঁর জন্য ঐ সমস্ত শব্দের ব্যবহার করা বেয়াদবীরই শামিল। অথচ যে কোন ভাষার অপরাপর ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ঐ ভাষার আদাব বা নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয়। ক্বোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাচনভঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি অনুসারে সেটার অর্থও ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি প্রতিটি স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে মাহাত্ম্য সঠিক হবেনা। নিম্নে এমন সব শব্দের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেয়া হলোঃ

خدع - مكر - هدى - علم - ضال - وحى - مؤمن - شاكر

এতদ্ব্যতীত, আরো এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলোর অর্থ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে صيغه واحد حاضر (মধ্যম পুরুষ একবচন-এর সর্বনাম) দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এটা অবশ্যই নয় যে, অনুবাদ করার সময় উর্দু ভাষায়ও ঐ শব্দ ব্যবহৃত হবে। উর্দু ভাষায় ' تو ' (তু) দ্বারা বড়কে সম্বোধন করা বে-আদবী। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার জন্য "تو" (তু) ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, তিনি মালিক ও স্রষ্টা এবং বান্দাদের অন্তরের খবর জানেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য ' تو ' (তু) ব্যবহার করা উর্দু ভাষায় শালীনতার পরিপন্থী।

উপরোক্ত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা ও যথাযথ অর্থের ব্যবহার নিম্নে দেখানো হলোঃ

❐ ' خدع '-এর অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে যা আছে তা ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করে কাউকে ঐ বস্তু থেকে অন্য দিকে ফেরানো, যার জন্য সে তৎপর হয়, যখন এ শব্দটা আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন সেটার অর্থ হবে এক ধরণের। আর যখন এ শব্দটা আল্লাহ্‌র জন্য পবিত্র ক্বোরআনে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটার অন্য অর্থ হবে। উভয় ক্ষেত্রে একই অর্থ ব্যবহার করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিই। যেমন এভাবে বলা– 'তারা আল্লাহ্‌কে ধোকা দেয় আর আল্লাহও তাদেরকে ধোকা দেয়।' এটা জঘন্য ভুল। আ'লা হযরত বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁর 'অনুবাদে' ঐ বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গ যত্নবান রয়েছেন। কিন্তু ক্বোরআনের প্রায়সব উর্দু অনুবাদক ও তাঁদের অনুসারীরা সেদিকে নজর দেননি।

❐ ' مكر ' মানে 'কাউকেও বিভিন্ন অজুহাতে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিরত রেখে অন্য দিকে তার ধ্যান-ধারণাকে ফিরিয়ে দেয়া, এটা দু'প্রকারঃ ১) যদি তার উদ্দেশ্য 'কোন ভাল কর্ম সম্পন্ন করাই হয়, তবে তা ভাল। অন্যথায় মন্দ। এখন اَللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ এর অনুবাদ এভাবে করা– 'আল্লাহ্‌র প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম', জঘন্য ভুল হবে। কারণ, (خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ)- এর মধ্যে مكر শব্দটা যেহেতু আল্লাহ্‌র শানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু এর অর্থ হবে 'আল্লাহ তা'আলা প্রশংসিত তদ্‌বীর-ব্যবস্থাপনার মালিক'। কিন্তু কাফিরদের জন্য ব্যবহৃত مكر -এর অর্থ হবে 'তাদের মন্দ চক্রান্ত'। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ভাল ও প্রশংসনীয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হলেন 'প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনাকারী'। এতদ্ভিত্তিতে, مكر শব্দের কয়েকটি যথার্থ ব্যবহারের উদাহরণ দেখুন–

এ শব্দটি অন্যস্থানে মন্দ 'চক্রান্তসমূহ'-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ (সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৪৩) অর্থাৎঃ "মন্দ চক্রান্তকারীর কুফল চক্রান্তকারীর উপরই বার্তায়।" অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে–

www.sunnibarta.com

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎঃ "এবং হে মাহবূব, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ঐ সময়কে স্মরণ করুন! যখন কাফিরগণ আপনার সম্পর্কে মন্দ চক্রান্ত করছিলো।" (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৩০)

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا অর্থাৎ "এবং তারা এক চক্রান্ত করেছে (মন্দ অর্থে), আর আমিও এক তদ্‌বীর করেছি" (ভাল অর্থে)। অর্থাৎ তারা মন্দ চক্রান্তাবলী অবলম্বন করেছে, আর আমি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

কারো কারো মতে, আল্লাহ্‌র مكر -এর অর্থ– 'বান্দাকে অবকাশ দেয়া ও পার্থিব মাল-সামগ্রীতে প্রাচুর্য প্রদান করা'। যেমন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন–مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّهُ مُكِرَ بِهٖ فَهُوَ مَخْدُوْعٌ فِىْ عَقْلِهٖ অর্থাৎঃ "যার জন্য তার দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে এবং সে একথা মনে করেনি যে, তাকে ঢিল দেয়া হয়েছে, তবে সে ধোকা খেয়েছে ও আহম্মক্ব।"

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো مكر শব্দের অর্থ কি! কিন্তু এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উর্দু অনুবাদক ভুল করেছেন।

❐ "علم" বলে কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করাকে। এটা দু'প্রকারঃ ১) কোন বস্তুর সত্তাকে অনুধাবন করা ও ২) কোন বস্তুকে তার এমন কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত করা, যা সেটার জন্য প্রযোজ্য। অথবা কোন বস্তুকে এমন কোন বস্তু দ্বারা অস্বীকার করা, যা সেটার জন্য অস্বীকার্য। প্রথমোক্ত অবস্থায় সেটা (علم) এক কর্ম বিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া হয়। যেমন ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে–لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬০) অর্থাৎঃ "যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্‌ তাদেরকে জানেন।" আর শোষোক্তাবস্থায় সেটা দু'কর্ম বিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া হয়। যেমন, এরশাদ হচ্ছে– فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ - অর্থাৎ "যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মু'মিন"।

অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকে 'علم' আবার দু'প্রকারঃ ১) علم نظرى (নযরী) ও ২) علم عملى (আমলী)। علم نظرى (ইল্‌মে নযরী) হচ্ছে যে জ্ঞান অর্জিত হবার সাথে সাথে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন– ঐ জ্ঞান, যার সম্পর্ক হচ্ছে (বিশ্বের সৃষ্ট বস্তুসমূহ)-এর সাথে।

আর علم عملى (ইলমে আমলী) হচ্ছে– যা কাজে পরিণত করা ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ হয়না। যেমন– عبادات (ইবাদতসমূহ)-এর ইলম বা জ্ঞান।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ্‌ থেকেও علم -এর প্রকারভেদ করা যায়ঃ ১) علم عقلى (ইলমে আক্বলী), অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যা শুধু عقل (বুদ্ধি) দ্বারাই অর্জিত হতে পারে এবং ২) علم سمعى (ইলমে সাম'ঈ) অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যা নিছক আক্বল (বুদ্ধি) দ্বারা অর্জিত হয়না; বরং উদ্ধৃতি ও শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জিত হয়।

এ কারণে যখন عالم শব্দটা আল্লাহ্‌র জন্য বলা হয়, তখন সেটার অর্থ হবে একটা; আর মানুষের জন্য বলা হলে সেটার অর্থ হবে অন্যরূপ। ভাসাভাসা অর্থ দ্বারা উভয়টা এক করে দেয়াই হবে ভুল। সুতরাং যেখানে ক্বোরআন মজীদে نَعْلَمَ - لِنَعْلَمَ এসেছে, সেখানে অর্থও সে অনুসারে নেয়া হবে। অন্যথায় বহু ধরণের প্রশ্ন জাগার আশংকা থেকে যায়।

❐ الضَّلَال -এর অর্থ 'সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া'। এ বিচ্যুতি ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক, কম হোক কিংবা বেশী হোক। যে কোন ব্যক্তি থেকে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি অথবা অন্যমনস্কতা কিংবা পথচ্যুতি সম্পন্ন হলেই তার সম্পর্কে ضلالت শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কারণে নবীগণ ও কাফিরগণ উভয়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু অনুবাদ করার সময় ঐসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরী, যাতে মর্যাদা ও স্তরের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, যদি উভয় স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে শালীনতা বিরোধী।

❐ مُؤْمِنْ শব্দটা ঈমানদারদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের জন্যও ব্যবহার করেছেন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে অনুবাদ করার সময় উভয়ের অর্থের পার্থক্যের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক।

অনুবাদকদের মধ্যে শাহ আবদুল ক্বাদের, শাহ রফী' উদ্দীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌ (ফার্সী অনুবাদক), আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী, ডিপুটী নযীর আহমদ, মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মির্যা হায়রাত দেহলভী, মিঃ মওদূদী, মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী, গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ তাঁদের অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি তার কারণও অস্পষ্ট। কিন্তু আ'লা হযরত শাহ্‌ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ঐসব বিষয়ের প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি, আদব বা শালীনতা বজায় রাখাকে জীবনের মহান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলতঃ তিনি বিশ্ববাসীদের সামনে এমন এক 'অনুবাদ' (কান্‌যুল ঈমান) পেশ করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে আদব-শালীনতা, লক্ষ্যস্থিরতা, অনুবাদের যর্থাথতা, বিন্যাস-সজ্জা ও বর্ণনার সৌন্দর্য ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থিত।

www.sunnibarta.com

ক্বোরআন করীমের প্রচলিত সমস্ত অনুবাদ যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শালীনতা যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন কিনা। নিম্নে আমি কয়েকটি 'অনুবাদ' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলাম আর সম্মানিত পাঠকদের প্রতি এ কথার অনুরোধ রাখলাম যেন নিজেরাই এ কথার ফয়সালা করে নেন যে, কোন্ অনুবাদটা সঠিক, আদব বা শালীনতার অধিক নিকটবর্তী, আর কোন্টার ভিত্তি বেয়াদবীর উপর স্থাপিত ও ভুল! বলাবাহুল্য, ক্বোরআন করীমের যে কোন অনুবাদ কিংবা ব্যাখ্যাকে নিম্নলিখিত তুলনামূলক পর্যালোচনার নিরিখে পর্যালোচনা করলে সেগুলোর ভ্রান্তি কিংবা বিশুদ্ধিও সুস্পষ্ট হবে।

এক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অনুবাদঃ

❐ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا— (شاہ عبدالقادر)

[আরম্ভ আল্লাহ্র নামে, যিনি মহান দয়ালু, অতীব করুণাময়। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے (شاہ رفیع الدین)

[আরম্ভ করছি আমি নাম সহকারে আল্লাহ্ দাতা, দয়ালুর। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے (عبدالماجد دریاآبادی دیوبندی)

[আরম্ভ আল্লাহ্, অত্যন্ত দয়ালু, বারংবার দয়াকারীর নামে। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[শুরু করছি আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়; অতি দয়ালু হন। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❐ দাতা দয়ালু ইশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا— (اعلیٰحضرت)

[আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। –আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)]

লক্ষ্যনীয় যে, আ'লা হযরত রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর অনুবাদ এভাবে করেছেন– 'আরম্ভ করছি আল্লাহ্র নামে' অথবা 'আরম্ভ আল্লাহ্র নাম সহকারে', 'শুরু করিতেছি আল্লাহ্র নামে' ইত্যাদি। সুতরাং খোদ্ অনুবাদকদের দাবী তাদের ভাষায়ই মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, তাঁরাতো شروع کرتا ہوں (আরম্ভ করছি) 'ক্রিয়া' দ্বারাই অনুবাদ আরম্ভ করছেন; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নাম দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিলো, যা শুধু আ'লা হযরতের অনুবাদেই পাওয়া যায়। অন্যসব অনুবাদে এ যেন 'বিসমিল্লায় গলদ'!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে– জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব তাঁর অনুবাদের শেষ ভাগে ' ہیں ' (হন) শব্দটারও সংযোজন করেছেন। (যা 'বিধেয়' সূচক পদ।) তাঁর শাগরিদ ও ভক্তগণ জবাব দেবেন কি এখানে ' ہیں ' (হন) কিসের অনুবাদ?

দুই

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

[সূরা ফাতিহা; আয়াতঃ ৪]

অনুবাদঃ

❐ ترا می پرستم واز تو مدد می طلبم— (شاہ ولی اللہ)

[তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں — (فتح محمد جالندھری)

[আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি। –ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

www.sunnibarta.com

❐ تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ (شاہ رفیع الدین ومحمود الحسن دیوبندی)

[তোমারই ইবাদত করি আমরা এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই আমরা। –শাহ রফী' উদ্দীন ও মাহ্মূদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্যের দরখাস্ত করিতেছি। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❐ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ (مودودی)

[আমরা তোমারই এবাদত করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। –মওদূদীকৃত তাফ্হীমুল ক্বোরআন]

❐ আমরা তোমাকেই মাত্র অর্চনা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ——— (اَعلیٰ حضرت)

[আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। –কান্যুল ঈমান, কৃত,আ'লা হযরত]

লক্ষ্যনীয় যে, সূরা ফাতিহা হচ্ছে– 'সূরাতুদ্দো'আ' (প্রার্থনা-সূরা)।

দো'আ-এর মধ্যভাগে দো'আ বা প্রার্থনাসূচক বাক্যই বলা হয়, বর্ণনাধর্মী বাক্য বলা হয় না। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকদের অনুবাদে বর্ণনাধর্মী অর্থই প্রকাশ পায়, দো'আ বা প্রার্থনা নয়। যেমন– 'ইবাদত করি' ও 'সাহায্য চাই'; কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) 'প্রার্থনা সূচক' বচন দ্বারা অনুবাদ করেছেন।

তিন وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

[পারা ঃ ১ ; সূরা ঃ বাক্বারা; আয়াত ঃ ১২০]

অনুবাদঃ اور کبھی چلا تو اُن کی پسند پر بعد اس علم کے جو تجھکو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار

❐ ——— (شاہ عبدالقادر)

[এবং যদি কখনো তুমি চলো তাদের পছন্দ মতো ঐ জ্ঞান আসার পর, যা তোমার নিকট পৌঁছেছে, তবে তোমার জন্য কেউ নেই আল্লাহ্র হাত থেকে রক্ষাকারী এবং না সাহায্যকারী। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ اور اگر پیروی کرے گا تو خواہشوں اُن کی کی پیچھے اس چیز سے کہ آئی تیرے پاس علم سے
نہیں واسطے تیرے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ——— (شاہ رفیع الدین)

[এবং যদি অনুসরণ করো তুমি তাদের প্রবৃত্তিসমূহের, পরে ঐ বস্তুর যে, এসেছে তোমার নিকট জ্ঞান থেকে, তবে নেই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন বন্ধু এবং না কোন সাহায্যকারী। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ اگر پیروی کردی آرزوہائے باطل ایشاں را پس آنچہ آمدہ است بتو از دانش نہ باشد ترا
برائے اخلاص از عذابِ خدا ہیچ دوستی و نہ یارے دہند ——— (شاہ ولی اللہ)

[যদি তুমি পায়রবী করো এদের মিথ্যা কামনাদির এর পরে যে, তোমার নিকট এসেছে জ্ঞান থেকে, তবে থাকবে না তোমার জন্য খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোন বন্ধু এবং না কোন সাহায্যকারী। –শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ اور اگر آپ بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچ چکا ہے اُن کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آپ کیلئے
اللہ کی گرفت کے مقابلہ میں نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔ (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[এবং যদি আপনি ঐ জ্ঞানের পর, যা আপনার নিকট পৌঁছেছে, তাদের খেয়াল-খুশীর পায়রবী করতে থাকেন, তবে আপনার জন্য আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের মুকাবিলায় না কোন বন্ধু থাকবে, না কোন সাহায্যকারী। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ اور (اے پیغمبر!) اگر تم اس کے بعد کہ تمھارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تم کو خدا (کے غضب) سے
(بچانے والا) نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ——— (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی و فتح محمد جالندھری)

www.sunnibarta.com

[এবং (হে পয়গাম্বর!) যদি তুমি এরপর যে, তোমার নিকট জ্ঞান (অর্থাৎ ক্বোরআন) এসেছে, এদের খেয়াল-খুশী মতো চলো, তবে (এরপর) তোমাকে খোদা (-এর ক্রোধ) থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু আছে, না কোন সাহায্যকারী। –ডেপুটি নযীর আহমদ দেওবন্দী ও ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ اور اگر آپؐ اتباع کرنے لگیں اُن کے غلط خیالات کا علم (قطعی ثابت بالوحی) آچکنے کے بعد
تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ (اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی)

[এবং যদি আপনি অনুসরণ করতে থাকেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের (ওহী দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য) জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য খোদা-থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু বের হয়ে আসবে, না সাহায্যকারী। –আশ্‌রাফ আলী থানভী সাহেব দেওবন্দী]

❐ اور نہ اگر اس علم کے بعد جو تمھارے پاس آچکا ہے، تم نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی،
تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمھارے لئے نہیں ہے۔ (مودودی)

[নতুবা যদি ঐ জ্ঞানের পর, যা তোমার নিকট এসেছে, তুমি তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী তোমার জন্য নেই। –মওদুদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো, তবে ঈশ্বরের (শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। –আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ اور (اے سُننے والے کسے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا
تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار ـــــ (اعلیٰ حضرت)

[এবং (হে শ্রোতা! যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী। –কান্‌যুল ঈমান কৃত, আ'লা হযরত]

আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদগুলোতে আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি দেখানো হয়েছে। ফলে, তাঁদের অনুবাদে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'মাসূম হওয়া'র প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। নাঊযু বিল্লাহ! যেই নিষ্পাপ নবীর প্রশংসায় ক্বোরআনের পাতাসমূহ ভরপুর, যাঁকে طٰهٰ ۔ يٰسٓ ۔ مُزَّمِّل ۔ مُدَّثِّر ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে, হঠাৎ করে তাঁকে কি এ ধরণের ধমক ও তিরস্কারসূচক শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্বোধন করবেন? আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেও কোনরূপ ধমক তিরস্কারের আভাস পাওয়া যায়না। সুতরাং অনুবাদকদের উচিত ছিলো যেন সরাসরি যে কোন শব্দের প্রয়োগ পূর্বক অনুবাদ না করে এমনিভাবে অনুবাদ করা, যাতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নিষ্পাপ হওয়ার' পরিপন্থী কোন অর্থ প্রকাশের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকের পক্ষে কি তা সম্ভবপর হয়েছে?

আ'লা হযরতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতা এদিকে গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ 'তাফসীর-ই-খাযিন' অনুসারেই আয়াতের অনুবাদ করেছেন– 'আয়াতে সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতাকেই করা হয়েছে; নিষ্পাপ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নয়।'

চার

وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ط

[পারাঃ ২ ; সূরাঃ বাক্বারা; আয়াতঃ ১৭৩]

অনুবাদঃ

❐ اور جس پر نام پُکارا اللہ کے سوا کا ـــ (شاہ عبدالقادر)

[এবং যেটার উপর নাম নেয়া হয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। –শাহ্ আবদুল ক্বাদের]

www.sunnibarta.com

❐ اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ (محمود الحسن)

[এবং যে জন্তুর উপর নাম নেয়া হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর। –মাহমুদুল হাসান]

❐ اور جو کچھ پکارا جاوے اوپر اس کے واسطے غیر اللہ کے (شاہ رفیع الدین)

[এবং যা কিছু আহ্বান করা হয় সেটার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য। –শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❐ اور جو جانور غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو۔ (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی واشرف علی تھانوی دیوبندی)

[এবং যে পশুর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নামকরণ করা হয়েছে। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী ও আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❐ اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ (فتح محمد جالندھری دیوبندی)

[এবং যে বস্তুর উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম আহ্বান করা হয়, সেটা হারাম করা হয়েছে। –ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী]

❐ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ (مودودی)

[এবং এমন কোন জিনিস খাবে না, যার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। –মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল ক্বোরআন]

❐ এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে (ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে)। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ এবং সে সব জীবজন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। –আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لیکر ذبح کیا گیا ۔۔۔ (اعلیٰ حضرت)

[এবং ঐ পশু, যাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ্ করা হয়েছে.....। –কান্‌যুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত]

বস্তুতঃ কোন কিছুর উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নিলে তা হারাম হয়না। তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক বস্তুই হারাম হয়ে যাবে। পশু কখনো বিয়ে-শাদীর জন্য চিহ্নিত করা হয়, কখনো আক্বীকা, ওলীমা, ক্বোরবানী ও ঈসালে সাওয়াবের জন্য, যেমন– গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ ইত্যাদি; সুতরাং ঐসব পশু, যেগুলো উক্ত সব উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো আ'লা হযরত ব্যতীত অন্য সব অনুবাদকের মতে হারাম; অথচ তাঁদের অনুবাদ হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)ই হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীরের অনুরূপই অনুবাদ করেছেন– "যেই পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে (শুধু তাই হারাম।)" এ অনুবাদে আলোচ্য আয়াতাংশের সংশ্লিষ্ট মাস্‌আলাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ।

পাঁচ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ ط

[পারাঃ ৪ ; সূরাঃ আল্-ই-ইমরান; আয়াতঃ ১৪২]

অনুবাদঃ

❐ اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔ (شاہ عبدالقادر)

[এবং এখনো জানেননি আল্লাহ্ যারা তোমাদের মধ্যে যুদ্ধকারী তাদের সম্পর্কে। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ (فتح محمد جالندھری دیوبندی)

[অথচ এখনো খোদা তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীদেরকে ভালভাবে জেনেই নেননি। – ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী]

❐ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[অথচ এখনো আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে সেসব লোককে জানেনই নি, যারা জিহাদ করেছে। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

www.sunnibarta.com

❐ حالانکہ ہنوز اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔ (تھانوی دیوبندی)

[অথচ এখনো আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোককে দেখেনই নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❐ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔ (دیوبندی محمود الحسن)

[এবং এখনো পর্যন্ত জেনে নেননি আল্লাহ্ যারা যুদ্ধকারী তোমাদের মধ্যে। –মাহ্মুদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ۔ (مودودی)

[অথচ আল্লাহ্ এখনো এটাতো দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্যে কারা এমন লোক রয়েছে, যারা তাঁর পথে প্রাণপণে লড়াইকারী। – মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ .....ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে, এবং যাঁহারা সহিষ্ণু এক্ষণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا۔ (اعلیٰحضرت)

[আর এখনো আল্লাহ্ তোমাদের গাযীদের (ধর্মীয় যোদ্ধাগণ) পরীক্ষা নেননি। –আ'লা হযরতকৃত কান্যুল ঈমান]

❐

আল্লাহ্ তা'আলা কি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত নন?

❐ আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত, গোপন ও প্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, অন্তরসমূহের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত– তাতে কোন ঈমানদারের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। কিন্তু আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য সব অনুবাদকের অনুবাদে সেই মহান সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলাকে বে-ইলম ও বে-খবর (জ্ঞানহীন ও অনবহিত) ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

ছয়

দাগাবাজি, ধোকা ও প্রতারণা আল্লাহ্র মহান পবিত্র মর্যাদায় শোভা পায়না।

নিম্নলিখিত আয়াতের অনুবাদ লক্ষ্য করুনঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ط

[পারাঃ ৫; সূরাঃ নিসা; আয়াতঃ ১৪২]

অনুবাদঃ

❐ منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی ان کو دغا دیگا۔
(عاشق الٰہی میرٹھی وشاہ عبدالقادر ومولانا محمود الحسن) ـــ

[মুনাফিকগণ প্রতারণা (দাগাবাজি) করছে আল্লাহ্র সাথে, আল্লাহ্ও তাদেরকে দাগা (ধোকা) দেবেন। -আশেকে ইলাহী মিরাঠী, শাহ আবদুল ক্বাদের ও মাওলানা মাহমূদুল হাসান]

❐ تحقیق منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور وہ فریب دینے والا ہے ان کو ـــ (شاہ رفیع الدین)

[নিশ্চয় মুনাফিকগণ ধোকা দিচ্ছে আল্লাহ্কে এবং তিনি (আল্লাহ্) ধোকাকারী তাদের সাথে। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ خدا اُن ہی کو دھوکا دے رہا ہے ۔ (ڈپٹی نذیر احمد)

[.....খোদা তাদেরকেই ধোকা দিচ্ছেন। –ডিপুটী নযীর আহমদ]

www.sunnibarta.com

❐ اللہ اُن ہی کو دھوکہ میں ڈالنے والا ہے۔(فتح محمد جالندھری)

[.....তাদেরকেই ধোকার মধ্যে পতিতকারী। –ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ وہ اُن کو فریب دے رہا ہے — (نواب وحید الزمان غیر مقلد، میرزا حیرت دہلوی غیر مقلد و سید فرمان علی شیعہ

[.....তিনি তাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন। –নওয়াব ওয়াহিদুজ্জমান গায়র মুক্বাল্লিদ, মির্যা হায়রাত দেহলভী গায়র মুক্বাল্লিদ ও সৈয়দ ফরমান আলী শিয়া]

❐ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے انھیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ (مودودی)

[এসব মুনাফিক আল্লাহ্র সাথে ধোকাবাজি করছে, অথচ বাস্তবিকপক্ষে, আল্লাহ্ই তাদেরকে ধোকার মধ্যে পতিত করে রেখেছেন। – তাফহীমুল ক্বোরআন, কৃত, মওদুদী]

❐ নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে, এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ মুনাফিকগণ আল্লাহ্কে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুত তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। –আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অথচ, দাগাবাজি, ধোকা ও প্রতারণা কোনটা কোন মতেই আল্লাহ্র শানের উপযোগী নয়। তাই আ'লা হযরত তাফ্সীর ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন– بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا —

[নিশ্চয় মুনাফিক লোকেরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন। –কান্যুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ক্বোরআনের তাফসীর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, (আ'লা হযরতের) এ অনুবাদে আয়াতের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য অতীব সতর্কতামূলক পন্থায় বিবৃত হয়েছে। এটা নিছক শব্দগত অনুবাদ নয়, বরং তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ।

সাত

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ○

[পারাঃ ৯; সূরাঃ আন্ফাল; আয়াতঃ ৩০]

অনুবাদঃ

❐ اور وہ فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا۔ اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے — (شاہ عبدالقادر)

[এবং তারাও প্রতারণা করতো এবং আল্লাহ্ও প্রতারণা করতেন; এবং আল্লাহ্র প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম। –শাহ্ আবদুল ক্বাদের]

❐ اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالےٰ نیک مکر کرنے والوں کا ہے — (شاہ رفیع الدین)

[এবং প্রতারণা করতো তারা, আর প্রতারণা করতেন আল্লাহ্ তা'আলা; এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতারণাকারীদের মধ্যে উত্তম। –শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❐ وایشاں بدسگالی می کردند وخدا بدسگالی می کرد (یعنی بایشاں) و خدا بہترین بدسگالی کنندگان است — (شاہ ولی اللہ)

[এবং এসব লোক প্রতারণা করেছে আর খোদা প্রতারণা করেছেন (অর্থাৎ তাদের সাথে) এবং খোদা সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতারণাকারী। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔(محمود الحسن دیوبندی)

[তারাও ধোকা করতো এবং আল্লাহও ধোকা করতেন; এবং আল্লাহ্র ধোকা সর্বাপেক্ষা উত্তম। –মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ اور (حال یہ تھا کہ) کافر (اپنا) داؤ کر رہے تھے اور اللہ (اپنا) داؤ کر رہا تھا۔ اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے — (ڈپٹی نذیر احمد)

[এবং (অবস্থা এ যে,) কাফির আপন ধোকা করছিলো এবং আল্লাহ্ আপন প্রতারণা করছিলেন; এবং আল্লাহ্ প্রতারণাকারীদের মধ্যে

www.sunnibarta.com

সর্বোত্তম প্রতারণাকারী। –ডিপুটী নযীর আহমদ]

❐ اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[এবং তারা তো নিজেদের তদবীর করতো এবং আল্লাহ্ মিঞা আপন তদ্‌বীর করতেন; এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত তদ্‌বীরওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ্। –আশ্‌রাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❐ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ (مودودی)

[তারা নিজেদের (ষড়যন্ত্রের) চাল চালছিলো। আর আল্লাহ্ তার নিজের চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহ্‌র চাল সবচেয়ে উত্তম। –মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল কোরআন]

❐ এবং তাহারা ছলনা করিতেছিলো ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন; ঈশ্বর ছলনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ তখন তারা যেমন ছলনা করতো তেমনি, আল্লাহ্‌ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ছলনা সবচেয়ে উত্তম। –মা'আরেফুল ক্বোরআন, বাদশাহ্ ফাহ্‌দ ক্বোরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত

❐ اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ (اعلحضرت رحمۃ اللہ علیہ)

[এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ্ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। –আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)কৃত কান্‌যুল ঈমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে, এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো আল্লাহ্‌র শানে কোনমতেই শোভা পায়না। আল্লাহ্‌র প্রতি مکر (প্রতারণা), فریب و بدسگالی (ধোকা ও ষড়যন্ত্র) ইত্যাদির সম্বন্ধ উদ্ভাবন করা তাঁরই সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনেরই নামান্তর মাত্র। এ বুনিয়াদী ভুলটা শুধু এ কারণেই সম্পন্ন হলো যে, তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের পবিত্র কর্মসমূহকে নিজেদের কার্যাদির উপর অনুমান করেছেন। এ কারণেই ঐসব অনুবাদক হাসি-ঠাট্টা, ধোকা-প্রতারণা, চালবাজি এবং ষড়যন্ত্রকেও আল্লাহ্‌র গুণাবলী সাব্যস্ত করে বসেছেন!

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান প্রকাশের জন্য মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার শানে 'মিঞা' শব্দের ব্যবহার মোটেই শোভা পায়না। কারণ, এ শব্দটা দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে একজন সম্মানিত মানুষের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। যেখানে রসূলে পাকের কোন যথার্থ প্রশংসা করতে শুনলে বা দেখলে যেই 'তাওহীদপন্থী' হওয়ার দাবীদারগণ, 'রসূলকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করে ফেলা হচ্ছে' বলে হৈ চৈ করতে থাকে, তাদেরই নেতা (থানভী সাহেব) আল্লাহ্‌র শানে 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করে মহান আল্লাহ্‌কে মানুষের সারিতে নামিয়ে আনার অপচেষ্টা চালালেন! এ কি ভুল অনুবাদের কুফল নয়?

দ্বিতীয়তঃ নরসিংদীর গিরিশ চন্দ্র সেন ★ পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে 'আল্লাহ্' শব্দের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার করলেন। (অন্যান্য ভুলতো আছেই।) অথচ মহামহিম পবিত্র যাত আল্লাহ্‌র শানে এ ধরণের শব্দ মোটেই শোভা পায়না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা 'ঈশ্বর' শব্দটাকে 'ভগবান' ও 'দেবতা' ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ শব্দগুলোর 'স্ত্রীলিঙ্গ' যেমন ব্যবহৃত হয় তেমিনভাবে হিন্দুরা সে ধরণের ভ্রান্ত, কুফরী এবং শির্কী আক্বীদাও পোষণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ্ তাদের শির্কের বহু উর্ধ্বে ও তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং তাদের এ ধরণের আক্বীদা যেমন বর্জনীয়, তেমনি উক্ত ধরণের শব্দের ব্যবহারও আল্লাহ্‌র শানে নিষিদ্ধ। তাই এ ধরণের অনুবাদ পড়া মোটেই উচিত হবেনা।

তৃতীয়তঃ এ ধরণের ভুল অনুবাদের ফলে যারা অহরহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ারই তুলে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আলোচ্য আয়াতের ভুল অনুবাদ দেখে জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী লেখক তার 'সত্যরথ প্রকাশ' নামক পুস্তিকায় লিখেছে– جو خدا اپنے بندوں کے مکر، فریب، دغا میں آجائے اور خود بھی مکر، فریب، دغا کرتا ہو ایسے خدا کو دور سے سلام وغیرہ وغیرہ —

★ পবিত্র ক্বোরআনের বাংলায় অনুবাদকদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। উল্লেখ্য, ক্বোরআন মজীদের প্রথম বঙ্গানুবাদক হলেন – মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া (রংপুর) এবং দ্বিতীয় অনুবাদক মাওলানা নঈম উদ্দীন সাহেব (টাঙ্গাইল)।

www.sunnibarta.com

[অর্থাৎঃ যেই খোদা বান্দাদের প্রতারণা, ধোকা ও চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং নিজেও প্রতারণা, ধোকা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এমন খোদাকে দূর থেকে সালাম! ইত্যাদি ইত্যাদি] (নাউযুবিল্লাহ্!)

আট **يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ**

[পারাঃ ১০; সূরাঃ আন্‌ফাল; আয়াতঃ ৬৪]

অনুবাদঃ

❒ اے نبی ! (شاہ عبدالقادر)

[হে নবী! –শাহ আব্‌দুল ক্বাদের]

❒ اے نبی ! (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[হে নবী! –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❒ اے پیغامبر! (شاہ ولی اللہ)

[হে পয়গাম্বর! –শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❒ اے پیغمبر ! (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[হে পয়গাম্বর! –ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❒ اے نبی ! (شاہ رفیع الدین)

[হে নবী! –শাহ রফী' উদ্দীন]

❒ اے نبی ! (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[হে নবী! –আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❒ اے نبی ! ــــــ (مودودی)

[হে নবী! –মওদুদী]

❒ হে সংবাদবাহক! –গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ হে নবী! –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❒ হে নবী! –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❒ اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) ــ (اعلیحضرت)

[হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! –আ'লা হযরতকৃত কান্‌যুল ঈমান]

উল্লেখ্য যে, ক্বোরআন করীমে 'রসূল' (رسول) ও 'নবী' (نبی) শব্দদ্বয় কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদকদের দায়িত্ব হচ্ছে উভয় শব্দের যথাযথ অনুবাদ করা। 'রসূল' শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু 'নবী' (نبی) শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করলে তা হবে অসম্পূর্ণ। আ'লা হযরত 'নবী' (نبی) শব্দের অনুবাদ এমনভাবে করেছেন যে, সেটার মাহাত্ম্যগত ও রসহ্যগত দিকও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ইমাম রাগেবকৃত 'মুফ্‌রাদাত'-এ উল্লেখ করা হয়–

وَالنُّبُوَّةُ سَفَارَةٌ بين الله وَبَيْنَ ذوى الْعُقُوْلِ مِنْ عِبَادِهٖ لِاِزَاحَةِ عِلَّتِهِمْ فِى اَمْرِ
مَعَادِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ والنَّبِىُّ لِكَوْنِهٖ مُنْبَأً بِمَا تَسْكُنُ اِلَيْهِ الْعُقُوْلُ الزَّكِيَّةُ
وَهُوَ يَصِحُّ اَنْ يَّكُوْنَ فَعِيْلاً بِمَعْنٰى فَاعِلِ الخ

অর্থাৎঃ 'নবুয়ত' আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকে বলা হয়, যাতে তাদের ইহ ও পরকালীন

www.sunnibarta.com

জীবনের সমস্ত রোগব্যাধি দূরীভূত করা যায়। আর 'নবী' হচ্ছেন যাঁকে এমনসব বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর শুধু বিশুদ্ধ বিবেকই প্রশান্তি পায়। আর এ শব্দটা فـاعـل (কর্তৃবাচ্য) হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াও বিশুদ্ধ। এ কারণে 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা' অর্থটাই ব্যবহার করা হয়েছে।

নয় نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط

[পারাঃ ১০; সূরাঃ তাওবা; আয়াতঃ ৬৭]

অনুবাদঃ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

❐ —— (فتح محمد جالندھری دیوبندی، ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[এসব লোক আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে এবং আল্লাহ্‌ও তাদেকে ভুলে গেছেন। –ফতেহ মুহাম্মদ জালান্ধরী দেওবন্দী, ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❐ وہ اللہ کو بھول گئے اللہ ان کو بھول گیا —— (شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شیخ محمود الحسن دیوبندی)

[তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভুলে গেছেন। –শাহ্ আবদুল ক্বাদের, শাহ রফী' উদ্দীন, শেখ মাহ্‌মূদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انھیں بھلا دیا —— (مودودی)

[এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, সুতরাং আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ভুলে গেছেন। –মওদুদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা; কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ উহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য 'ভুলে যাওয়া'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করা মাহাত্ম্যগত ও অর্থগত কোন দিক দিয়েই দুরস্ত নয়। কারণ, 'ভুলে যাওয়া'র মাধ্যমে জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষণই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। অনুবাদকগণ আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ করেছেন, যার কুফল কি হলো তা পাঠকবৃন্দই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন – وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انھیں چھوڑ دیا ——

[তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বসেছে; সুতরাং আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। –কান্‌যুল ঈমান]

দশ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ط

[পারাঃ ১১; সূরাঃ য়ূনুস; আয়াতঃ ২১]

অনুবাদঃ

❐ کہہ دو اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے حیلہ۔ (شاہ عبدالقادر، فتح محمد جالندھری دیوبندی، شیخ محمود الحسن دیوبندی، عاشق الٰہی دیوبندی میرٹھی)

[বলে দাও! আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা শীঘ্র বানাতে পারেন অজুহাত। –শাহ আবদুল কাদের, ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী, মাহ্‌মূদুল হাসান দেওবন্দী, আশেকে ইলাহী দেওবন্দী মীরাঠী]

❐ کہہ کہ اللہ بہت جلد کرنے والا ہے مکر —— (شاہ رفیع الدین صاحب)

[বলে দাও! আল্লাহ্ খুব শীঘ্র প্রতারণাকারী। –শাহ রফী' উদ্দীন]

www.sunnibarta.com

❐ اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑھا ہوا ہے ۔ (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আল্লাহ্ চালবাজিসমূহে তাদেরকেও অতিক্রম করেছেন। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے ۔ (نواب وحید الزمان غیرمقلّد)

[বলে দে! আল্লাহ্র চাল খুব তীক্ষ্ণ। –নওয়াব ওয়াহিদুজ্জমান গায়র মুক্বাল্লিদ]

❐ ان سے کہو" اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے" (مودودی)

[আল্লাহ্ আপন চালে তোমাদের চেয় অধিক তীক্ষ্ণ। –মাওদুদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ বল ঈশ্বর দ্রুত চক্রান্তকারী। –গিরিশ চন্দ্র সেন

অথচ উর্দু ভাষার مکر (প্রতারণা) আল্লাহ্র শানে শোভা পায়না; কিন্তু এতদসত্বেও উপরোক্ত অনুবাদকগণ আলোচ্য আয়াতের অনুবাদে আল্লাহ্র শানে 'প্রতারণাকারী' (مکر کرنے والا), 'চালকারী' (چال کرنے والا), 'অজুহাত রচনাকারী' (حیلہ بنانے والا) বলেছেন। আর বাংলায় প্রত্যক্ষ অনুবাদ করতে গিয়ে গিরিশ চন্দ্র সেন আল্লাহ্কে বললেন 'দ্রুত চক্রান্তকারী'। কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)ও শব্দগত অনুবাদ করেছেন, তাও কতই মার্জিত ভাষায় করেছেন! তিনি অনুবাদ করেছেন– تم فرمادو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے [অর্থাৎ-আপনি বলে দিন! আল্লাহ্র গোপন ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক তাড়াতাড়ি (কার্যকর) হয়ে যায়। –কান্যুল ঈমান]

এগার فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ

[পারাঃ ২৫; সূরাঃ শূরা; আয়াতঃ ২৪]

অনুবাদঃ

❐ پس اگر خواہد خدا مہر نہد بر دلِ تو ۔ (شاہ ولی اللہ)

[সুতরাং যদি খোদা চাইতেন, তবে তোমার অন্তরের উপর মোহর করে দিতেন। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ پس اگر چاہتا اللہ، مہر رکھ دیتا اوپر دل تیرے کے (شاہ رفیع الدین)

[সুতরাং যদি চাইতেন আল্লাহ্, তবে মোহর ছেপে দিতেন তোমার অন্তরের উপর। –শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❐ سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر ۔ (شاہ عبدالقادر)

[সুতরাং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মোহর করে দিতেন তোমার অন্তরের উপর। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[সুতরাং যদি আল্লাহ্ চান, তবে আপনার হৃদয়ের উপর মোহর করে দেবেন। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[পরন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার মনের উপর মোহর মারিয়া দিতেন। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী, বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক, এমদাদিয়া লাইব্রেরী]

❐ اگر خدا چاہے تو اے محمدؐ تمھارے دل پر مہر لگا دے ۔ (فتح محمد جالندھری)

[যদি খোদা চান, তবে হে মুহাম্মদ! তোমার হৃদয়ের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন। –ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ اگر اللہ چاہے تو تمھارے دل پر مہر کر دے ـــــ (مودودی)

[আল্লাহ্ চাইলে তোমার দিলের উপর মোহর ছেপে দেবেন। –মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ অনন্তর ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমার মনের উপর মোহর করিবেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ اور اللہ چاہے تو تمھارے دل پر اپنی رحمت وحفاظت کی مہر فرما دے ۔ (اعلیٰحضرت)

[আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয়ের উপর আপন রহমত ও হিফাযতের মোহরাঙ্কন করে দিতেন। –আ'লা হযরত কৃত কান্যুল ঈমান]

www.sunnibarta.com

আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যেন خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ [আল্লাহ্ তাদের (কাফিরগণ) অন্তরসমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন।] -এর পর যেন মোহর লাগানোর স্থান ছিলো এটাই (হুযূরের হৃদয় মুবারক)! তবে মোহর না লাগিয়ে যেন হুমকি-ধমক দিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নাঊযুবিল্লাহ্। ভুল অনুবাদের কারণে কেমন ভয়ানক কল্পনার শিকার হতে হয় ঐ পবিত্রতম যাত (দঃ) সম্বন্ধে, যাঁর শির মুবারকের উপর 'আস্‌রা' (মি'রাজ)-এর তাজ রাখা হয়েছে।

বস্তুতঃ মোহর দু'প্রকারঃ ১) যা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ২) خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ - এর মোহর। অনুবাদকর্গণ যদি বিশুদ্ধ তাফসীরসমূহের আলোকে অনুবাদ করতেন, তবে নিশ্চয় তাদের কলম দ্বারা রহমতে আলমের (দঃ) পবিত্রতম হৃদয়ে আঘাত লাগতো না। বস্তুতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মুবারক, যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, যে হৃদয় মুবারক সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত– এ আয়াতে সে বিষয়টাকেই সমধিক মজবুত ও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে; যা একমাত্র আ'লা হযরতের অনুবাদেই প্রকাশ পায়।

বার مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ ؕ

[পারাঃ ২৫; সূরাঃ শূরা; আয়াতঃ ৫২]

অনুবাদঃ

❐ تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان۔ (شاہ عبدالقادر)

[তুমি জানতেনা যে, কিতাব কি এবং না ঈমান। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان — (فتح محمد جالندھری)

[তুমি না তো কিতাব জানতে, এবং না ঈমান। –ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان — (شاہ رفیع الدین)

[জানতেনা তুমি কিতাব কি এবং না ঈমান। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ نمی دانستی کہ چیست کتاب ونمی دانستی کہ چیست ایمان۔ (شاہ ولی اللہ)

[তুমি জানতে না যে কিতাব কি এবং তুমি জানতে না যে ঈমান কি। –শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ تمھیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ (مودودی)

[তোমার কিছুই জানা ছিলো না যে, কিতাব কি হয় এবং ঈমান কি হয়। –মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল ক্বোরআন]

❐ آپ کو نہ یہ خبر تھی کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আপনার এ খবর ছিলো না যে, কিতাব কি জিনিষ এবং না এ যে, ঈমান কি জিনিষ। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ (یہ جانتے تھے کہ) ایمان (کس چیز کو کہتے ہیں)
— (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[তুমি জানতে না যে, কিতাব কি জিনিষ এবং না (এটাও জানতে) যে, ঈমান কাকে বলে। –ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❐ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کا انتہائی کمال)
کیا چیز ہے — (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আপনার এ খবর ছিলো না যে, (আল্লাহ্‌র) কিতাব কি জিনিষ, এবং না এ খবর ছিলো যে, ঈমান (-এর চূড়ান্ত পূর্ণতা) কি জিনিষ। –আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❐ আপনি জান্‌তেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل — (اعلیٰحضرت)

[এর পূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। –আ'লা হযরতকৃত কান্‌যুল ঈমান]

আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ব্যতীত অন্যসব অনুবাদকের অনুবাদে এ কথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, হুযূর (দঃ) নবূয়ত

www.sunnibarta.com

প্রকাশের পূর্বে মু'মিনও ছিলেন না। নাউযু বিল্লাহ্! যাঁকে শুধু লওহ ও ক্বলমের জ্ঞান নয়, বরং مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি) সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তিনি কি (আল্লাহ্র পানাহ্!) আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বে মু'মিনও ছিলেন না? তা যদি হয়, তবে তখন তাঁকে তো না মুসলিম বলা যেতো, না তাওহীদে বিশ্বাসী। উক্তসব অনুবাদকের মতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঈমানের খবরও নাকি হুযূর (দঃ)-এর নিকট পরবর্তীতে হয়েছে। কিন্তু আ'লা হযরতের অনুবাদে এ ধরণের সমস্ত ভ্রান্তি ও আপত্তির অবসান ঘটে যায়। তিনি অনুবাদ করেন– "তিনি (দঃ) শরীয়তের বিধানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।" বস্তুতঃ এটাই নির্ভরযোগ্য তাফসীরসম্মত সঠিক অনুবাদ।

তের إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

[পারাঃ ২৬; সূরাঃ আল্-ফাত্হ; আয়াতঃ১]

অনুবাদঃ

❐ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تجھکو اللہ
جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے — (شاہ عبدالقادر)

[আমি ফয়সালা করে দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট ফয়সালা, যাতে ক্ষমা করেন তোমাকে আল্লাহ্, যা পূর্বে হয়েছে তোমার গুনাহ্ এবং যা পরে হয়। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تو کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے
گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا — (شاہ رفیع الدین)

[নিশ্চয় বিজয় দিয়েছি আমি তোমাকে, প্রকাশ্য বিজয়, যাতে ক্ষমা করেন তোমার জন্য খোদা– যা কিছু পূর্বে হয়েছে তোমার গুনাহ্সমূহ থেকে এবং যা কিছু পরে হয়েছে। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ ہر آئینہ ما حکم کردیم برائے تو بفتح ظاہر عاقبت فتح آنست کہ بیامرز ترا خدا
آنچہ کہ سابق گذشت از گناہِ تو وآنچہ پس ماند — (شاہ ولی اللہ)

[নিশ্চয় আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের, বিজয়ের পরিণাম এ যে, খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন যা পূর্বে গত হয়েছে তোমার পাপসমূহ থেকে এবং যা পরে হয়। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں
معاف کر دے — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি যাতে আল্লাহ্ আপনার সমস্ত পূর্ববর্তী-পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ (اے پیغمبر! یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی) درحقیقت ہم نے تمھاری کھلم کھلا فتح کرادی
تاکہ (تم اس فتح کے شکریہ میں دین کی ترقی کے لئے اور زیادہ کوشش کرو اور) خدا
(اس کے صلے میں) تمھارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[(হে পয়গম্বর! এ হুদায়বিয়ার সন্ধি কি হলো?) বাস্তবপক্ষে, আমি তোমার সুস্পষ্ট বিজয় করিয়ে দিয়েছি, যাতে (তুমি এ বিজয়ের শোকরিয়ায় সত্য দ্বীনের উন্নতির জন্য আরো অধিক চেষ্টা করো এবং) খোদা (এর পুরস্কার স্বরূপ) তোমার পূর্ব ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। –ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❐ بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب
اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے — (تھانوی دیوبندی)

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। –আশ্রাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❐ اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمھاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگذر فرمائے (مودودی)

[হে নবী! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি; যেন আল্লাহ্ তোমার পূর্বের ও পরের সকল অসতর্কতা মাফ করে দেন। –মওদূদীকৃত তাফ্হীমুল ক্বোরআন]

❐ নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি যা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ

www.sunnibarta.com

মার্জনা করে দেন; –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❒ নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❒ নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়াছে ও পরে হইয়াছে তাহা যেন পরমেশ্বর তোমার জন্য ক্ষমা করেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے
گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے ۔ (اعلیحضرت)

[নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি; যাতে আল্লাহ্ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করেছেন আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীদের। –আ'লা হযরতকৃত কান্‌যুল ঈমান]

এখানে প্রশ্ন জাগে– হুযূর কি নিষ্পাপগণের সর্দার? না গুনাহ্‌গার?

আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দ্বারা তো একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের মহান নিষ্পাপ নবী অতীতেও গুনাহ্‌গার ছিলেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ্ করবেন। কিন্তু সুস্পষ্ট বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ্‌র ক্ষমা হয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতেও রসূলের গুনাহ্‌র ক্ষমা হতে থাকবে। (নাঊযুবিল্লাহ্।)

তাঁদের মতে– যদি এ সুস্পষ্ট বিজয় না দেয়া হতো তবে যেন হুযূরের তথাকথিত গুনাহ্‌সমূহের উপর 'সাত্তারীর' পর্দা পড়ে থাকতো!

বস্তুতঃ এ আয়াতের বিশুদ্ধ তাফসীরে যে সব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাফসীরকারকগণও এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অনুসারে উক্ত অনুবাদকগণ আয়াতের অনুবাদ করেন নি। ফলশ্রুতিতে, তাদের ভুল অনুবাদ যারা পাঠ করে তাদের পাপরাশি অনুবাদকগণের উপরই বর্তাবে নিঃসন্দেহে।

তাছাড়া, মা'সুম বা নিষ্পাপ নবী যদি 'পাপী' হন, তবে عصمت বা 'নিষ্পাপ হওয়া' কার জন্য প্রযোজ্য হবে? নবীগণকে (আঃ) নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করাতো ঈমানেরই অঙ্গ। পাপীও কি কখনো নবী হতে পারে? সাহাবা কেরামের অভিমত ও তাফসীরকারকগণের ব্যাখ্যাসমূহ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনুবাদ করার জন্য তাঁদেরকে কে বাধ্য করেছে? একজন আরবীয় ইহুদী কিংবা খৃষ্টান অথবা আমাদের দেশে যারা নিছক আরবী ভাষার জ্ঞান লাভ করেছে তারাই তো এ ধরণের (শাব্দিক) অনুবাদ করতে পারে। এসব অনুবাদক নিজেদেরকে আলিমে দ্বীন এবং তাফসীর ও হাদীসের জ্ঞানসম্পন্ন বলে দাবী করে কোনরূপ চিন্তাভাবনা ও বুঝ ছাড়াই শব্দগত অনুবাদ করে বসলে তাঁদের মধ্যে ও ওদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? কমপক্ষে, তাঁরা ذنب শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল লায়স অথবা আস্‌লামীর অভিমত পাঠ করলেও অনুবাদে এমন জঘন্য ভুল করতেন না। কিন্তু এসব অনুবাদক যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রসূলের তথাকথিত দোষত্রুটির অনুসন্ধানের দুঃসাহস না দেখান, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তাদের জ্ঞানের উপর বিশ্বাসই জন্মে না! ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী ওহাবীর অনুবাদঃ তাজ কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত (নং পি ১৪১)-এর শেষ ভাগে ক্বোরআন মজীদের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। সেই তালিকার ২য় অংশের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি কি খোদার নিকট থেকে তিরস্কার এসেছে, না তাঁর কোন উক্তির উপর পাকড়াও হয়েছে?' এ শিরোনামের বরাতে মনগড়াভাবে নয়টা আয়াত পেশ করা হয়েছে। এ থেকে সম্মানিত পাঠকগণ এদের, আল্লাহ্‌র মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের অনুমান করতে পারেন।

বস্তুতঃ لك -এর মধ্যে ' ل ' 'কারণ নির্দেশক' অর্থে ব্যবহৃত।

এ কথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আ'লা হযরতের অন্তরের ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণতার চরম শিখরে। তাই পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ করার সময় তিনি এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সজাগ ছিলেন, যেন عصمت رسول (রসূলের নিষ্পাপ হওয়া)-এর বিরুদ্ধে একটা বর্ণও লিপিবদ্ধ না হয় এবং ক্বোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদও যেন হয়ে যায়। সেই ভক্তিভরা দৃষ্টি, যা সর্বদা রসূলে পাকের মর্যাদাময় আস্তানার দিকে তাকিয়ে ছিলো, দেখেছিলো যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে ' لك ' এর ' ل ' ' سبب ' (কারণ) নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তিনি (আ'লা হযরত) উপরোক্ত বিশুদ্ধ অনুবাদই পেশ করেছেন।

www.sunnibarta.com

চৌদ্দ

اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

[পারাঃ ২৭; সূরাঃ আর্-রাহ্মান; আয়াতঃ ১-৪]

অনুবাদঃ

❐ رحمٰن نے سکھایا قرآن بنایا آدمی پھر سکھائی اس کو بات ۔ (شاہ عبدالقادر)

[পরম দয়াময় শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানবকে এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ رحمٰن نے سکھایا قرآن، پیدا کیا آدمی کو، سکھایا اسکو بولنا ۔ (شاہ رفیع الدین)

[পরম দয়াময় শিখিয়েছেন ক্বোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা বলা। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ خدا آموخت قرآن را ، آفرید آدمی را وآموختش سخن گفتن ۔ (شاہ ولی اللہ)

[খোদা শিক্ষা দিলেন ক্বোরআন, সৃজন করলেন মানুষকে এবং শিক্ষা দিলেন তাকে কথা বলা। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ خدائے رحمٰن ہی نے قرآن کی تعلیم دی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کو گویائی سکھائی ۔ (عبدالماجد دریا آبادی، دیوبندی)

[পরম দয়াময় খোদা-ই ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানব সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اسکو گویائی سکھائی۔
(تھانوی دیوبندی وفتح محمد جالندھری)

[পরম দয়াময় ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানব সৃজন করেছেন, (অতঃপর) তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। – আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দী ও ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ رحمٰن نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اُسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ (تفہیم القرآن لمزمودودی)

[পরম দয়াময় এ ক্বোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কথা বলতে শিখিয়েছেন।
-তাফহীমুল ক্বোরআন, কৃত, মওদূদী]

❐ করুণাময় আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন ক্বোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ পরমেশ্বর ক্বোরআন শিক্ষা দিয়াছেন, মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ رحمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا
ماکان ومایکون کا بیان انھیں سکھایا ـــــ (اعلیٰحضرت)

[পরম দয়ালু (রাহ্মান); আপন মাহবূবকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন; যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সবকিছুর সপ্রমাণ বর্ণনা তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। –আ'লা হযরতকৃত কান্‌যুল ঈমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকদের অনুবাদগুলো খুব মনযোগ সহকারে পাঠ করুন! অতঃপর আ'লা হযরতের অনুবাদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করুন! দ্বিতীয় আয়াতে عَلَّمَ (আল্লামা) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দ্বিকর্মক ক্রিয়া। প্রথমোক্ত সমস্ত অনুবাদে উল্লেখ করা হয় رحمٰن نے سکھایا قرآن (পরম দয়াময় ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন)। ঐসব অনুবাদক একটা মাত্র 'কর্ম' উল্লেখ করেছেন (ক্বোরআন)। এখন প্রশ্ন জাগে ক্বোরআন কাকে শিক্ষা দিয়েছেন?' এটা তাঁরা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আ'লা হযরত (রহঃ) তা প্রকাশ করে দিয়েছেন – 'রাহমান আপন মাহবূবকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' এ মর্মে ক্বোরআনের অপর আয়াত সাক্ষ্য দেয়– عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ অর্থাৎঃ "তিনি (আল্লাহ্), হে হাবীব! আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।"

তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে– 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' সে মানুষটি কে? অনুবাদকগণ শব্দগত অনুবাদ পেশ করে ক্ষান্ত হলেন।

www.sunnibarta.com

কোন কোন অনুবাদক আবার এখানে নিজ থেকেও শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তবুও 'ইন্‌সান' শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়নি। এখন আপনি ঐ মহা মর্যাদাবান সত্তার (দঃ) কথা স্মরণ করুন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস-মূল; যাঁর হাক্বীকত সমস্ত হাক্বীক্বতেরই মূলবস্তু; যাঁর উপরই সৃষ্টির বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, যিনি সৃষ্টির শুরু, কাইনাতের প্রাণ ও ইনসানিয়াতের জান। আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন– 'ইনসানিয়াতের প্রাণ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সৃষ্টি করেছেন'। اَلْاِنْسَانَ (আল্-ইনসান) মানে যখন হুযূর সরওয়ারে কাওনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তাই নির্দিষ্ট হয়ে গেলো, তখন তাঁরই শানের উপযোগী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শিক্ষাদানও হওয়া চাই। সুতরাং সাধারণ অনুবাদকদের সীমিত জ্ঞানগণ্ডীকে অতিক্রম করে আ'লা হযরত (রহঃ) বলেন– ' مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ ' (পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি)-এর বিশদ বর্ণনা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতের অনুবাদে ' مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ '(পূর্ব ও পরবর্তী সৃষ্টি)-এর বর্ণনা শিক্ষা দেয়া' কোত্থেকে আসলো? এখানে তো শুধু কথা বলা শিখানোই বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয়? অথবা এভাবে বলা যায়– 'ক্বোরআনের জ্ঞান' দ্বিতীয় আয়াতে প্রকাশ পেলে চতুর্থ আয়াতে তো 'বর্ণনা শিক্ষা'-ই উদ্দেশ্য হয়!

তাহলে জবাব এ যে, مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত হবে)-এর জ্ঞান রয়েছে 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয্'-এ, আর 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয্' হচ্ছে ক্বোরআন শরীফের একটা অংশের মধ্যে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূবকে ক্বোরআনের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন; যার মধ্যে مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ 'পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত কিছু'র বর্ণনা শামিল রয়েছে।

সুতরাং আ'লা হযরতের অনুবাদই হচ্ছে বিশুদ্ধ ও তাফসীরসম্মত অনুবাদ।

পনের لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ○

[পারাঃ ৩০; সূরাঃ বালাদ্; আয়াতঃ ১]

অনুবাদঃ

❐ قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تجھ کو قید نہ رہے گی اس شہر میں۔ (شاہ عبدالقادر)

[কসম খাচ্ছি ঐ শহরের এবং ..... । –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور تو داخل ہونے والا ہے بیچ اس شہر کے۔ (شاہ رفیع الدین)

[কসম খাচ্ছি আমি (আল্লাহ্) ঐ শহরের এবং তুমি প্রবেশকারী ঐ শহরের মধ্যে। –শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❐ قسم می خورم بایں شہر — (شاہ ولی اللہ)

[আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی — (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আমি কসম খাচ্ছি এ (মক্কা) নগরীর। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❐ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ قسم کھاتا ہوں اس شہر کی — (محمود الحسن)

[কসম খাচ্ছি এ শহরের। –মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ (اے پیغمبر) ہم اس شہر (مکہ) کی قسم کھاتے ہیں — (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[আমি এ (মক্কা) নগরীর কসম খাচ্ছি। –ডিপুটি নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❐ نہیں ، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی — (مودودی وہابی)

[না, আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। –মওদূদী ওহাবী]

❐ আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি। বস্তুতঃ তুমি (হে মুহাম্মদ) এই নগরের বৈধ হইবে। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو — (اَعلیٰحضرت)

[আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবূব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন। –কান্‌যুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)]

www.sunnibarta.com

উল্লেখ্য যে, মানুষ 'কসম খায়'। উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিভাষায় অবশ্য কসম 'খাওয়া যায়'। আল্লাহ্ তা'আলা তো সব ধরণের পানাহার থেকে পবিত্র। প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে আপন আপন পরিভাষার আল্লাহ্ তা'আলাকেও কেন অনুসারী করালেনঃ এ জন্যই কি তারা এ অনুবাদ করলেন যে, ঐ মহান আল্লাহ্ তো কিছু পানাহার করেন না, অন্ততঃপক্ষে কসম হলেও আহার করুক, না এ সুক্ষ্ম মাসআলাটার দিকে কোন অনুবাদকই মনযোগ দেন নিঃ কিন্তু আ'লা হযরত কতই সুন্দর পন্থায় অনুবাদ করেছেন –"আমায় এ শহরের শপথ।"

ষোল وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ○

[পারাঃ ৩০; সূরাঃ দোহা; আয়াতঃ ৭]

❐ اور پایا تجھکو بھٹکتا پھر راہ دی۔ (شاہ عبدالقادر)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভ্রষ্ট; অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ اور پایا تجھکو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی ۔ (شاہ رفیع الدین)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভোলা, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। –শাহ রফি' উদ্দীন]

❐ ویافت ترا راہ گم کردہ یعنی شریعت نمی دانستی پس راہ نمود ۔ (شاہ ولی اللہ)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথহারা অর্থাৎ শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তুমি জানতে না, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। –শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্]

❐ اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا ۔ (عبدالماجد دریا آبادی)

[এবং আপনাকে বে-খবর পেয়েছেন, অতঃপর আপনাকে পথ প্রদর্শন করেন। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী]

❐ اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو کیا (تمہیں) ہدایت (نہیں) کی ؟ ۔ مرزا حیرت دہلوی)

[এবং তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর (তোমাকে) কি পথ দেখান নি? –মীর্যা হয়রাত দেহ্লভী]

❐ اور تم کو دیکھا کہ (راہ حق کی تلاش میں بھٹکے) بھٹکے (پھر رہے) ہو۔ تو (تم کو دین اسلام کا) سیدھا راستہ دکھایا ۔ (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[এবং তোমাকে দেখলেন যে, সত্য পথের সন্ধানে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছো, তখন তোমাকে দ্বীন-ইসলামের সোজা পথ দেখালেন। –ডিপুটী নযীর আহমদ]

❐ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا۔ سو (آپ کو شریعت کا) راستہ بتلا دیا۔ (اشرف علی تھانوی)

[এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শরীয়ত সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, সুতরাং আপনাকে (শরীয়তের) পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। –আশরাফ আলী থানভী]

❐ اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی ۔ (مودودی)

[এবং তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞ পেয়েছেন। অতঃপর হেদায়ত দান করেছেন। –মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। – আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی ۔ (اعلیٰحضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ)

[এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন। –কান্যুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি]

উপরোক্ত প্রায়সব অনুবাদকই ضَآلًّا শব্দকে بھٹکا ہوا (পথভ্রষ্ট) گم کردہ راہ (পথহারা) ইত্যাদি দ্বারা অনুবাদ করেছেন, যা মোটেই যথাযথ অনুবাদ নয়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম শানে 'পথভ্রষ্ট', 'পথহারা', 'পথ-অনভিজ্ঞ', 'বিপথগামী' ইত্যাদি বলা সুস্পষ্ট বেয়াদবীই। কিন্তু শেষোক্ত (আ'লা হযরতের) অনুবাদটা কয়েকবারই পাঠ করে দেখুন

www.sunnibarta.com

আর নিজেই ফয়সালা করুন! অনুবাদটা কতোই বিশুদ্ধ ও শালীনতার একেবারে নিকটবর্তী!

তদুপরি, নবী করীমের শানে পথহারা, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে নবীগণের মহামর্যাদা 'নিষ্পাপ হওয়া' (عصمت انبیاء)-কে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ সেটার পরোয়াই করেননি।

তাছাড়া, এ আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গীর (سیاق وسباق) প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেও উক্ত অনুবাদকগণ এ ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারতেন। কারণ, একদিকে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করছেন– مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ (অর্থাৎ আপনাকে আপনার প্রতিপালক ছেড়ে দেননি এবং না অপছন্দ করছেন এবং নিশ্চয় 'পরবর্তী' আপনার জন্য 'পূর্ববর্তী' থেকে উত্তম।) সুতরাং পরবর্তী আয়াতেই (আলোচ্য আয়াত) মহামর্যাদাবান রসূলের জন্য তথাকথিত 'পথভ্রষ্টতা' ইত্যাদির উল্লেখ কিভাবে এসে গেলো? আপনারা নিজেরাই গভীরভাবে চিন্তা করুন– হুযূর আলায়হিস্ সালাম যদি মুহূর্তকালের জন্যও 'পথভ্রষ্ট' হতেন, তাহলে সঠিক পথের উপর কে হতেন? অথবা এভাবে বলুন তিনি নিজে পথভ্রষ্ট, পথহারা হয়ে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে থাকলে পথপ্রদর্শক হবেন কিভাবে?

সর্বোপরি, অন্য আয়াতে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এরশাদ করছেন– مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ (অর্থাৎ তোমাদের আক্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম না পথভ্রষ্ট হন, না বিপথে চলেন। –সূরা 'আন্-নাজ্ম), সেহেতু এ আয়াতে তিনি (আল্লাহ্) হুযূরকে পথভ্রষ্ট, পথহারা ইত্যাদি কিভাবে এরশাদ করলেন? তা কখনো হতে পারেনা।

সুতরাং আ'লা হযরত রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি-এর অনুবাদই যথার্থ এবং সব ধরণের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

ক্বোরআন করীমের অনুবাদ শব্দগত, না তাফসীর সম্মত হওয়া চাই?

যদি ক্বোরআন করীমের নিছক শব্দগত অনুবাদ করা হয়, তবে তা থেকে বহু ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কখনো আল্লাহ্র শানে বেয়াদবী হয়, কখনো নবীগণের শানে; কখনো ইসলামের বুনিয়াদী আক্বীদা আহত হয়। সুতরাং আপনি উপরোল্লেখিত অনুবাদগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অন্যসব অনুবাদক ক্বোরআন পাকের নিছক শব্দগত অনুবাদ পেশ করেছেন; কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে উক্ত অনুবাদ যেমন শ্রুতিকটু, তেমনি ইসলামী আক্বীদার দৃষ্টিতে ধর্মীয় আক্বীদাও মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আপনি কি পছন্দ করবেন– যদি কেউ বলে, "আল্লাহ্ তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন"; "আল্লাহ্ তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন"; "আল্লাহ্ তাদের মনরক্ষা করছেন"; "আল্লাহ্ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করছেন"? আয়াত– اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [সূরাঃ বাক্বারা; আয়াতঃ ১৫]-এর অধিকাংশ অনুবাদক এ অনুবাদই করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী, শেখ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী, আবদুল মাজেদ দেওবন্দী দরিয়া আবাদী, মীর্যা হায়রাত দেহলভী (গায়র মুক্বাল্লিদ), নওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান (গায়র মুক্বাল্লিদ), স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী (নেচারী) এবং শাহ রফী' উদ্দীন, মওদূদী, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী ও গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপভাবে, আয়াত– ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ; [পারাঃ ৮; সূরাঃ আ'রাফ; আয়াতঃ ৫৪]। اِسْتَوٰى শব্দটা ক্বোরআন করীমের কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন– "অতঃপর স্থির হয়েছেন তখ্তের উপর"– (আশেকে ইলাহী), "অতঃপর স্থির হয়েছেন আরশের উপর" (শাহ্ রফী' উদ্দীন); "অতঃপর আল্লাহ্ সুউচ্চ আরশের উপর স্থির হয়েছেন"– (ডিপুটী নযীর আহমদ); "অতঃপর উপবিষ্ট হয়েছেন আরশের উপর"– (শাহ আবদুল ক্বাদের); "অতঃপর তখতের উপর আরোহণ করেছেন"– (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ); অতঃপর আরশের উপর দীর্ঘায়িত হয়েছেন।" (ওয়াজদী সাহেব ও মুহাম্মদ য়ূসুফ কাকূরভী); "অতঃপর আপন সালতানাতের তখ্তের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" –(মওদূদী); "অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" –(মা'আরেফুল ক্বোরআন); "তৎপর সিংহাসনে স্থিতি করিয়াছিলেন।" –(গিরিশ চন্দ্র সেন); "তিনি আরশে সমাসীন হন।" (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)।

অনুরূপভাবে, আয়াত– فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [পারাঃ ১; সূরাঃ বাক্বারা; আয়াতঃ ১১৫]-এর মধ্যে وَجْهُ اللّٰهِ -এর অনুবাদ অধিকাংশ অনুবাদক এভাবে করেছেন– 'আল্লাহ্র মুখ'; 'আল্লাহ্র চেহারা।' সুতরাং শাহ রফী' উদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন– " پس جدھر کو منہ کرو پس وہیں ہے منہ اللہ کا " [অতঃপর যে দিকেই মুখ করো, সেদিকেই আল্লাহ্র মুখ], 'আল্লাহ্র চেহারা' (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ ও মুহাম্মদ য়ূসুফ) ادھر اللہ ہی کا رُخ ہے ['সেখানেই আল্লাহ্র চেহারা' – শেখ মাহমূদুল হাসান ও আশেকে ইলাহী দেওবন্দী ও মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী ও মওদুদী]; ادھر اللہ کا سامنا ["সেখানে আল্লাহ্র সম্মুখে।" – ডিপুটী নযীর আহমদ, মীর্জা হায়রাত গায়র মুক্বাল্লিদ দেহ্লভী, সৈয়দ ইরফান আলী শিয়া]।

ঐসব অনুবাদ পাঠ করার পর আ'লা হযরত আযীমুল বরকত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অনুবাদ দেখুন! এ তিনটি আয়াতের কোনটারই অনুবাদ তিনি 'উর্দু' প্রতিশব্দ দ্বারা করেননি। কারণ, ক্বোরআনী শব্দাবলী– وجہ اللہ - استہزاء - استوٰی -এর

www.sunnibarta.com

অনুবাদের জন্য উর্দুতে এমন কোন প্রতিশব্দ নেই, যা দ্বারা শব্দগত অনুবাদ করে অনুবাদক শরীয়তের পাক্ড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন।

সে কারণে আ'লা হযরত ক্বোরআনের 'শব্দ'-কে হুবহু রেখেই অনুবাদ করেছেন–

১) اللہ ان سے استہزا فرماتا ہے جیسا اسکی شان کے لائق ہے [আল্লাহ্ তাঁদের সাথে 'ইস্তিহ্যা' করেন (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়।]

২) پھر عرش پر استواء فرمایا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) —— [অতঃপর তিনি আরশের উপরে 'ইস্তেওয়া' ফরমায়েছেন (যেমনটি তাঁর শানের উপযোগী)]

৩) تو تم جدھر منہ کرو اُدھر وجہ اللہ ہے (خدا کی رحمت تمھاری طرف متوجہ ہے) — [সুতরাং তোমরা যে দিকে মুখ করো সেদিকেই 'ওয়াজ্হুল্লাহ্' (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়।)]

এ থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, ক্বোরআন করীমের শব্দগত অনুবাদ করা প্রত্যেক স্থানে সম্ভবপর নয়। ঐ সব স্থানে অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে তাফসীরসম্মত অনুবাদ করা। ফলে, মাহাত্ম্যও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর অনুবাদেও কোনরূপ ব্যাধি (বিভ্রান্তি) থাকবে না। আ'লা হযরতের ঈমান মজবুতকারী অনুবাদের মাধুর্য ও যথার্থতার ভিত্তিতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, 'কান্যুল ঈমানই' ক্বোরআনের অনুবাদের একটা মানদণ্ডরূপী অনুবাদ, যা অনুবাদ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটির বহু উর্ধে।

মোটকথা, এ কতিপয় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরলাম। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য এখানে উল্লেখ করলাম না। তবুও এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ক্বোরআন মজীদের সঠিক অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস। আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক একটা আয়াতের অনুবাদ করার সময় প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ অনুসারে যথাযথ ও মার্জিত অনুবাদই করতেন। এ কারণেই আ'লা হযরতের প্রসিদ্ধ তরজমা-ই-ক্বোরআন - 'কান্যুল ঈমান' (উর্দু ভাষায়) একমাত্র সঠিক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্য গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এরই বঙ্গানুবাদ হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র ক্বোরআনের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদ।

আ'লা হযরতের তরজমা-ই-ক্বোরআন-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী আরো কতিপয় প্রমাণ্য পুস্তকঃ

- توضیح البیان (তাওযীহুল বয়ান)ঃ কৃত, আল্লামা গোলাম রসূল সা'ঈদী
- محاسن کنزالایمان (মাহাসিনে কান্যুল ঈমান)ঃ কৃত, শের মুহাম্মদ খাঁন আ'ওয়ান
- تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ (তারাজুমে ক্বোরআন কা তাক্বাবুলী জা-ইযাহ্)ঃ কৃত, শায়খুল ইসলাম সৈয়দ মুহাম্মদ মাদানী মিঞা
- دیوبندی ترجموں کا آپریشن (দেওবন্দী তরজমোঁ কা ওপারেশন)ঃ কৃত, মাওলানা মাহবূব আলী খাঁন
- منازل انتخاب (মানাযিলে ইন্তিখাব)ঃ কৃত, মাওলানা ইন্তেখাব ক্বাদীর মুরাদাবাদী
- ترجمہ اعلیٰحضرت کے علمی محاسن (তরজমা-ই-আ'লা হযরত কে ইলমী মাহাসিন)ঃ কৃত, আল্লামা আখ্তার রেযা খাঁন আযহারী
- انوار کنز الایمان (আনওয়ারে কান্যুল ঈমান)ঃ কৃত, মাওলানা জামাল ওয়ারিস্ (বোম্বাই)
- قرآن شریف کے غلط ترجموں کی نشاندہی (ক্বোরআন শরীফ কে গালাত তরজমোঁ কী নিশানদেহী)ঃ কৃত, ক্বারী যিয়াউল মুস্তাফা আ'যমী

ইমাম আহমদ রেযা ইশ্ক্ব ও মুহাব্বতের ভাষায় ক্বোরআনে হাকীমের এমন এক 'তরজমা' (অনুবাদ) পেশ করেছেন, যা জ্ঞানগত, সাহিত্যগত ও আক্বীদাগত প্রতিটি দিক দিয়ে এক কষ্ঠিপাথর এবং ক্বোরআনের বাস্তব ঝলকের আয়নাস্বরূপ।

হযরত সদ্রুশ শরী'আহ্ মাওলানা আমজাদ আলী আ'যমী আলায়হির রাহমাহ্, প্রণেতা, 'বাহারে শরী'আত'-এর বারংবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৩০ হিজরী, মোতাবেক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এ (উর্দু) অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিলো। এর নাম রাখা হয় 'কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বোরআন'।

তাফসীরের কিতাবাদি ও অভিধান ইত্যাদি দেখা ছাড়াই আ'লা হযরত তাঁর বরকতময় মুখে অনর্গল বলে যেতেন, আর সদ্রুশ শরী'আহ্ লিখতে থাকতেন। পরক্ষণে যখন হযরত সদরুশ্ শরী'আহ্ ও অন্যান্য ওলামা কেরাম উক্ত 'তরজমাকে তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন এটা দেখে হতভম্ব হয়ে যেতেন যে, তিনি অনর্গল কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যেই 'অনুবাদ' করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য তাফসীরগুলোরই একেবারে অনুরূপ এবং সেগুলোর প্রতিচ্ছবিই।

জনাব মালিক শের মুহাম্মদ খান আ'ওয়ান (কালাবাগ) এ তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য করেন–

"এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এ 'তরজমা' হচ্ছে– শব্দগতও, পরিভাষাগতও। এভাবে শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর সমন্বয় সাধন

www.sunnibarta.com

তাঁর 'তরজমা'র এক বিরাট বৈশিষ্ট্যই।" তদুপরি তিনি এ অনুবাদ থেকে এ মূলনীতিই নির্ণয় করেছেন যে, "অনুবাদ হবে অভিধানের অনুরূপ এবং শব্দগুলোরও একাধিক অর্থের মধ্য থেকে এমন অর্থ বেছে নেয়া হবে, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গির (سِيَاق وَسِبَاق) দিক দিয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত ও যথাযথ হয়, তখনই সেই অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর হবে।"

এ 'তরজমা' থেকে ক্বোরআনের নিগূঢ় রহস্যাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, তা সাধারণতঃ অন্যান্য 'তরজমা' বা অনুবাদে প্রকাশ পায় না। এ 'অনুবাদ' সহজ-সরল হওয়ার সাথে সাথে ক্বোরআনের 'রূহ' এবং 'আরবী বাচনভঙ্গী'র অত্যন্ত কাছাকাছিও।

আ'লা হযরতের অনুবাদের স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য এটাও যে, তিনি প্রতিটি স্থানে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর প্রতি আদব ও সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা ও নিষ্পাপ হবার বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। (মহাসিনে কান্‌যুল ঈমান, লাহোর ঃ ২৭ পৃষ্ঠা)

'ইলমে তাফসীর'-এ আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির জ্ঞান-গভীরতা 'কান্‌যুল ঈমান' থেকে তেমনি প্রকাশ পায়, যেমন প্রকাশ পায় তাঁর এ বিষয়ে অন্যান্য মহান কীর্তি থেকেও। তিনি 'আয্ যালালুল আন্‌ক্বা 'আন বাহ্‌রে সাফীনাতিন্ আত্‌ক্বা' নামক একখানা 'তাফসীরী হাশিয়া' আরবী ভাষায় তাফসীরে খাযিনের উপর লিখেছেন। তাছাড়া, 'তাফসীরে বায়দাভী', 'তাফসীরে দুর্‌রে মানসূর', 'তাফসীরে মা'আলিমুত্তান্‌যীল', 'আন্-ইত্‌ক্বান ফী উলুমিল ক্বোরআন' এবং 'ইনায়াতুল কাযী'র উপর বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় 'হাশিয়া' (পার্শ্ব ও পাদটীকা) লিখেছেন।

এ বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কান্‌যুল ঈমান'-এর সাথে এরই 'হাশিয়া' বা পার্শ্ব ও পাদটীকা হিসেবে উপমহাদেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন, আহলে সুন্নাতের মহান পথ প্রদর্শক, আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির খলীফা, সম্মানিত ওলামা কেরামের নয়নমণি, অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' সংযোজিত হয়ে সোনায় সোহাগা হলো। এটা এমন এক তাফসীর, যা সুন্নী 'তথা মুসলিম বিশ্বকে অন্য কোন তাফসীরের প্রতি মুখাপেক্ষী রাখে না। এতে আ'লা হযরতের অনুবাদের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতাকে নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি ও অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া, তাতে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতগুলোর উক্ত অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর প্রয়োজনীয় তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অনুবাদের সাথে সাথে টীকাগুলোও নম্বর অনুসারে পড়ে নিলে আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্মানিত পাঠক সমাজের সামনে অতি সহজেই প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ উক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আহলে সুন্নাতের আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ইসলামের আসল রূপরেখা। পক্ষান্তরে, তা সর্বপ্রকারের বাতিলের ভোজবাজির প্রাচীরে চিড় ধরিয়ে দেয়।

এ তাফসীরে (খাযাইনুল ইরফান) আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণও সুস্পষ্ট। যেহেতু তাতে রয়েছে–

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল, আহলে সুন্নাতের আক্বাইদ সম্পর্কিত বিষয়াদির সপ্রমাণ বিবরণ, বিধি-বিধান জ্ঞাপক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাসহ ফিক্বহ্‌র মাস্‌আলা-মাসাইল, তাওহীদ ও রিসালতের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন এবং কুফর ও শির্কের অকাট্যভাবে খণ্ডন এবং তাফসীরগত, আক্বাইদগত ও সমসাময়িক বহু জটিল বিষয়ের সমাধান ইত্যাদি।

মোটকথা, প্রায় সব আবশ্যকীয় গুণাবলীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর যেহেতু উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু উর্দু ভাষীগণই শুধু এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন। এ কারণে বাংলাভাষীদেরও দীর্ঘ কালের এ চাহিদা এবং দাবীই অপূরণীয় থেকে যায় যে, এর বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হোক!

আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে দীর্ঘ এক যুগাধিক কাল যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে এ উভয় কিতাবের সরল বঙ্গানুবাদ করার প্রয়াস পেলাম। বঙ্গানুবাদের নিরীক্ষণের জন্য গোটা পাণ্ডুলিপি ইমামে আহলে সুন্নাত, উস্‌তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর, হযরতুল আল্লামা ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ও আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ, উস্তাযুল ওলামা, গায্‌যালী-ই যমান আল্লামা আলহাজ্ মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুমাল আলী)র গোচরীভূত করা হয়েছে। তাঁরা এবং দেশ বিদেশের সম্মানিত পীর মাশায়েখ, দক্ষ ওলামা কেরাম ও বুদ্ধিজীবীগণ এ বঙ্গানুবাদের উপর তাঁদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে 'অভিমত' প্রদান করেছেন।

সম্মানিত পাঠক সমাজ তথা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের খেদমতে আরয, আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে উক্ত প্রসিদ্ধতম ও বিশুদ্ধতম তরজমাই-ক্বোরআন ও তাফসীর 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর সরল বঙ্গানুবাদ এখন মুদ্রিত গ্রন্থাকারে বহুল প্রচারিত।

অতএব, পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত উক্ত কিতাবখানি সংগ্রহ করে পাঠ পর্যালোচনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিন ও কবূল করুন! আমীন!

www.sunnibarta.com